AFRICA

রক্ততিলক

আলোকচিত্র ॥ বিজয় দে
সম্পাদনা ॥ দুলাল দত্ত
শিল্প নির্দেশ ॥ সুনীল সরকার
গীতিকার ॥ হীরেন বসু
মৃণাল চক্রবর্তী
তত্ত্বাবধানে ।। নিমাই মৈত্র
প্রধান সহকারী পরিচালক
রঞ্জন মজুমদার
প্রধান কর্মসচিব ।। কমল সেন
নৃত্য পরিচালনা ।। সরোজ (বম্বে)
রূপসজ্জা ।। মনতোষ রায়
কেশ বিন্যাস ॥ লেডিজ বিউটি কর্ণার
সুপ্রিয়া দেবীর পরিচ্ছদ পরিকল্পনা
শ্রীমতী বিবি রায়
সাজসজ্জা ।। পুলিন কয়াল
পরিচ্ছদ ।। দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই
পটশিল্পী ।। প্রবোধ ভট্টাচার্য

স্থিরচিত্র ।। ষ্টুডিও বলাকা
পরিচয়লিপি ।। দিগেন ষ্টুডিও
সঙ্গীত গ্রহণ ।। মিনু কাত্রাক (বম্বে)
বম্‌শালী (বম্বে)
আবহসঙ্গীত ও শব্দ পুনঃযোজনা
শ্যাম সুন্দর ঘোষ
শব্দ গ্রহণ ।। জে, ডি, ইরাণী ও
জ্যোতি চ্যাটার্জী
অন্তর্দৃশ্য
ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও এবং নিউ থিয়েটার্স
১ নং ষ্টুডিও
আর. বি. মেহেতার তত্ত্বাবধানে
ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে
পরিস্ফুটিত
স্পেসাল ফটোগ্রাফীক এফেক্টস্
দয়াভাই (বম্বে)

পরিস্ফুটন
অবনী রায়, রবীন ব্যানার্জী
ফনী সরকার, অবনী মজুমদার,
কানাই ব্যানার্জী, বীরেন গুহ
ব্যবস্থাপক ।। নিশীথ চক্রবর্তী

।। সহকারীবৃন্দ ।।

পরিচালনা ।। জহর বিশ্বাস
সঙ্গীত পরিচালনা ।। স্যাবেষ্টিয়ান
সুমিত মিত্র
আলোকচিত্র
শান্তি দত্ত, স্বপন নায়েক
সম্পাদনা ।। শক্তিপদ রায়
হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
শিল্প নির্দেশ ।। গোপী সেন
রূপসজ্জা ।। পাঁচু দাস
ব্যবস্থাপক ।। কেষ্ট দে
আবাহ সঙ্গীত ও শব্দ পুনঃযোজনা
পাঁচুগোপাল ঘোষ
ভোলানাথ সরকার
কণ্ঠশিল্পী ।। আশা ভোঁসলে
ঊষা ভট্টাচার্য, শ্যামল চক্রবর্তী
এবং বিশ্বজিৎ

।। কৃতজ্ঞতা স্বীকার ।।

ডিরেক্টর জেনারেল, বর্ডার সিকিউ-
রিটি ফোর্স এবং "সিকিউরিটি"
ফোর্সের ১০৩ ব্যাটেলিয়ান-এর
অফিসার ও জোয়ানবৃন্দ।
ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট, হাজা
ওয়েষ্ট
শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায়
শ্রীমতী সুব্রতা চট্টোপা

শ্রীগৌর চন্দ্র চক্রবর্ত্তী (হাজারীবাগ)
,, ডি, এন, পাড়ি, এস, ডি, ও
(হাজারীবাগ)
,, এস, কুমার, এস, পি
(হাজারীবাগ)
শ্রীদিলীপ রায়
,, সুবোধ চন্দ্র মৈত্র
,, শিবশঙ্কর মজুমদার
,, নির্মল বোস
,, সুনীল কুমার সরকার
,, পি. আর. বক্সী
,, মোহর দাঁ
এন. সি. দাঁ এণ্ড কোং
...থ ঘোষ (পাথুরিয়াঘাটা)
...ক্রবর্ত্তী
...সারা এবং
...এর অধিবাসীবৃন্দ

॥ অভিনয়ে ॥

উত্তম কুমার
সুপ্রিয়া দেবী
অলকা

রবি ঘোষ
তরুণ কুমার
বঙ্কিম ঘোষ
মাঃ প্রসেনজিৎ
নৃপতি চ্যাটার্জী
মন্মথ মুখার্জী
গৌর শী
রূপনারায়ণ দত্ত

শেখর চট্টোপাধ্যায়
শম্ভু ভট্টাচার্য্য
কালীপদ চক্রবর্ত্তী
বীরেন চ্যাটার্জী
কামো মুখার্জী
সমর কুমার
নিমাই মৈত্র

সুনীলেশ ভট্টাচার্য্য
দাশু নাগ
মৃণাল কর
অক্ষয় দাস
ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য্য
দেবদুলাল সাহা
তেজপাল সিং
শৈলেন দাস
শম্ভু সরকার
সমীর বোস
কমলাক্ষ মণ্ডল
অশোক সোম
নন্দিতা দে
সীমা জানা

গোপেন মুখার্জী
জ্যাম বড়ুয়া
কাশীনাথ সাউ
দিলীপ মুখার্জী
শক্তি মুখার্জী
মাণিক ব্যানার্জী
সোনা রায়
মুকুন্দলাল ধর
শম্ভু সিন্হা
বাবলু দে
মদন মুখার্জি
সুজন আঢ্যি
অনামিকা
মিস্ জে

রক্ততিলক

ট্রায়ো ফিল্মসের নিবেদন
প্রযোজনা অভিনয় পরিচালনা

॥ বিশ্বজিৎ ॥

সংগীত ॥ প্রদীপ রায়চৌধুরী
কাহিনী ॥ শ্রীমতী রত্না চট্টোপাধ্যায়
চিত্রনাট্য ॥ অজিত গাঙ্গুলী
বিশ্ব পরিবেশনা
জয়জিৎ ফিল্ম্ ডিষ্ট্রিবিউটস
জে কে ফিল্ম্স রিলিজ

প্রচার পরিকল্পনা
বিদ্যুত চক্রবর্ত্তী

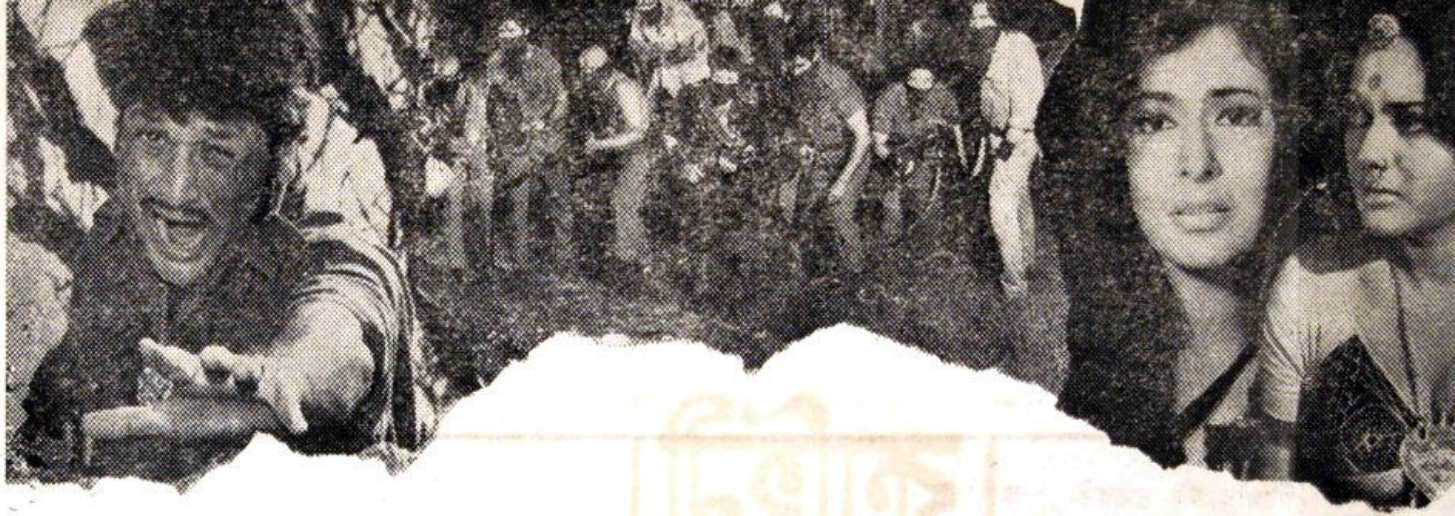

।কাহিনী।

রক্ত তিলক ছবির কাহিনী—সারাংশ

মধ্যপ্রদেশের দুর্দ্ধর্ষ ডাকাত রূপসিং ও তার অনুচর অমৃতলালের আতঙ্কে স্থানীয় ধনী ও শেঠেরা সদা-সন্ত্রস্থ। এদের বেশীর ভাগ মানুষই গরীবকে নির্মমভাবে শোষণ করে বিত্তবান হয়েছে। রূপসিং সদলবলে প্রায়সঃ এদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ধনদৌলত চালের গুদাম লুঠ করে তা গরীব গ্রামযাসীদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়। দরিদ্র গ্রামবাসীদের বিশ্বাস—রূপসিং মানুষ নয়, দেবতা।

এই রূপসিংকে সায়েস্তা করতে স্থানীয় পুলিশের কর্ত্তা অবতার সিং খুবই তৎপর, কিন্তু রূপসিংয়ের চাতুরীতে ক্রমেই তা অসম্ভব হয়ে ওঠে। পুলিশ রূপসিংয়ের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারে না।

অর্থপিশাচ ধনী শেঠ রাজনারায়ণ তার একমাত্র পুত্রের বিয়েতে বরপণ নিতে গিয়ে কনের পিতাকে ভিটেমাটি ছাড়া করেছে। বিয়ের রাত্রে বাঈজী নাচিয়ে শেঠ রাজনারারায়ণ যখন আমোদ আহ্লাদে ব্যস্ত ছিল তখন রূপসিং ছদ্মবেশ ধারণ করে সদলবলে সেখানে হানা দেয়। এবং ডাকাতি করে।

।কাহিনী।

এখানে শয়তান প্রকৃতির একটি লোক যখন সেই বাঈজীর উপর অত্যাচার করবার চেষ্টায় ছিল, রূপসিং তাকে উদ্ধার করে এবং পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বাঈজী সমেত পালিয়ে যায়।

বাঈজী চম্পা সমাজ-পরিত্যক্তা, এক হতভাগ্য রমনী। রূপসিংয়ের হৃদয়াবত্তায় সে এত মুগ্ধ হয় যে সে আর সহরে ফিরে যেতে অস্বীকার করে। ক্রমে চম্পার সঙ্গে রূপসিংয়ের এক মানসিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, পরস্পরের মধ্যে প্রেমের সঞ্চার হয়।

অবতার সিংয়ের ক্রমান্বয় ব্যর্থতার সংবাদে উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ বিচলিত হন। তাঁরা ডি. আই, জি চৌধুরী নামে বাংলাদেশের একজন দক্ষ অফিসারকে ওই অঞ্চলের শান্তি শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার দায়িত্বে নিযুক্ত করেন।

ইতিমধ্যে এক মুখোমুখি সংঘর্ষে অবতারসিংয়ের হাতে শ্যামলাল নামে রূপসিংয়ের জনৈক অনুচর ধরা পড়েছিল, কিন্তু সুচতুর রূপসিং থানার উপর জোর হামলা চালিয়ে তাকে মুক্ত করে নিয়ে যায়। আর এতে অবতার সিংয়ের অক্ষমতা দারুণভাবে প্রকট হয়ে পড়ে। ফলে সভাবতই সমগ্র দায়িত্বভার নিয়ে ডি, আই, জি চৌধুরী কার্যক্ষেত্রে নামবার জন্য ট্রেনযোগে মধ্যপ্রদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

ডি, আই, জি চৌধুরীর এই আগমন সংবাদ চর মারফৎ রূপসিংয়ের কানে গিয়ে পৌঁছায়। রূপসিং সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেয় যে ডি, আই, জি চৌধুরী কার্যভার গ্রহণের আগে তাকে মাঝপথেই খতম করে দিতে হবে। অমৃতলালকে সঙ্গে নিয়ে রূপসিং সেদিন রাত্রে চলন্ত ট্রেনে ডি, আই, জি'র কামরায় হানা দেয়। উদ্যত রাইফেলের সামনে চৌধুরী সাহেবকে হাত তুলে দাঁড়াতে হয়। কিন্তু সেই সময় ঘটনাচক্রে চৌধুরী সাহেবের মনিব্যাগটি গিয়ে পড়ে রূপসিংয়ের হাতে। তার মধ্যে রাখা চৌধুরী সাহেবের সুন্দরী স্ত্রী বিনতার একটি ছবি। ছবিটি দেখার সঙ্গে সঙ্গে রূপসিংয়ের দারুণ ভাবান্তর হয়। গুলি চালাতে উদ্যত অমৃতলালকে সে বাধা দেয় এবং বিমূঢ় ডি, আই, জি চৌধুরীর চোখের সামনেই ওরা দুজন চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

রূপসিং এসেছিল ডি, আই, জি চৌধুরীকে হত্যা করতেই, কিন্তু কি সেই রহস্য যে সে খুন করল না ?

গান ।। এক

গীতিকার : হীরেন বসু
সুর : প্রদীপ রায়চৌধুরী
শিল্পী : বিশ্বজিৎ।

সৃষ্টি থেকে আমরা শুধু এমনি কেঁদেছি,
তারই মাঝে আমাদের এই স্বর্গ গড়েছি।
আমাদেরই অশ্রুতে ঐ গঙ্গা বয়ে যায়—
নয়নেরই জল শুকিয়ে বর্ষা হয়ে যায়।
সেই বরষার কালো মেঘে স্বপ্ন দেখেছি,
তারই মাঝে আমাদের এই স্বর্গ গড়েছি।
খোকাখুকুর পুতুল খেলা, খেলতে গিয়ে হায়,-
হঠাৎ কেঁদে উঠল কখন খেলা ভেঙ্গে যায়।
হায় হায় খেলা ভেঙ্গে যায়।
তারাই আবার কান্না চেপে, দুজন পাশাপাশি,
এক চোখেতে কান্না ঝরে, অন্য চোখে হাসি।
হ্যাঁ—আমাদেরই জীবন মাঝে কান্নাটুকু দিয়ে
গড়ব মোরা সুখের বাসর কান্না হাসি নিয়ে।
সেই ঘরেরই দিন গুণে আজ, সপ্নে রচেছি,
তারই মাঝে আমাদের এই সর্গ গড়েছি।

গান

গান ।। দুই

গীতিকার : মৃণাল চক্রবর্ত্তী
সুর : প্রদীপ রায়চৌধুরী
শিল্পী : আশা ভোঁসলে

এসো মোর মধুকুঞ্জে—
সুর আর সুরভিতে ভরিয়ে দেব গো মন
নূপুরেরই তাল বলে ছম্ ছম্ ছম্—ছম্ ছম্।

যৌবন আছে আমার, আরো কিছু আছে।
আরো কিছু কেন, সব কিছু আছে।
পারো যদি দাম দিয়ে কিনে নাও আমায়—
ময়ুরী আমি চলি ছম্ ছম্ ছম্—ছম্ ছম্।

মৈফিলে আসি আমি, সপনে আসি না,
প্রেম হয়ে কারো চোখেতে ভাসি না।
তবুও আমার দাম আছে কেন তা জানি না,
বাউরী আমি নাচি ছম্ ছম্ ছম্—ছম্ ছম্।

গান ॥ তিন

গীতিকার : মৃণাল চক্রবর্ত্তী
সুর : প্রদীপ রায়চৌধুরী
শিল্পী : আসা ভোঁসলে

এই বাহার এসে, কি গান শুনিয়ে যায়,
মনে মনে মোর, শুধু তোমারে চায়।

কোকিলার কূজন, ভ্রমরার গুঞ্জন
মানে না মানে না, মুখর এ বেলা।
ফাগুন, আগুনে, দিন গুণে গুণে—
সহেনা, সহেনা এ অবহেলা।
অঙ্গণে চম্পা গন্ধ ছড়ায়ে—
আমার মনে আল্পনা এঁকে যায়।

মনের দেউলে জলছবি দোলে,
মানে না, মানে না, এ ব্যথা ওরা।
ফুলের বাসরে, নেই সেঁজ ঘরে—
জানেনা, জানেনা এ মন বাঁওরা।
মনের মুকুরে কার রূপছবি,—
অনুরাগেরই লিপি এঁকে যায়।

গান ॥ চার

গীতিকার : হীরেন বসু
সুর : প্রদীপ রায়চৌধুরী
শিল্পী : শ্যামল চক্রবর্ত্তী

জীবন প্রভাত, আমার কেটে গেছে কালোরাত,
দিগন্ত, নতুন আলোকে ঝলমল।
সপ্ন মধুর, মোর কাছে এলো নহে দুর,
ফুটন্ত,—আজকে মনের শতদল।

অজানা,—মন মানে না কোন মানা—
অচেনা,—আজ চেনা হলো সব জানা।
যা কিছু জীবনে এলো আজ—
তাই সোনা হয়ে উজ্জল।

বিতানে,—খুশীর গোলাপ ফোটে গোপনে,—
কে জানে—তোমায় হঠাৎ কেন যে পড়ে মনে।
সোনার কাঠির পরশ পেয়ে,
মোর প্রাণ হলো উছল।

সহসা,—খুশীর লহরে এলো বরষা,—
যে ভাষা, ছিল মনের আড়ালে ভাসা ভাসা।
সোনার নুপুর হয়ে পায়েতে,—
তারে প্রণমিতে উছল॥

।গান।

ট্রায়ো ফিল্মসের নিবেদন
বিশ্বজিতের
পরের ছবি।

সম্পাদনা ও প্রকাশনা। বিদ্যুত চক্রবর্তী ॥ মুদ্রণে। এ্যাডপ্রিন্টস। কোলকাতা